জাতীয় আইনগত সহায়তা প্রদান সংস্থা

আইন ও বিচার বিভাগ

(২০১৯-২০২০)

পটভূমি

জাতীয় আইনগত সহায়তা প্রদান সংস্থা একটি সংবিধিবদ্ধ সরকারি প্রতিষ্ঠান।

আর্থিকভাবে অসচ্ছল, সহায়সম্বলহীন এবং নানাবিধ আর্থ-সামাজিক কারণে বিচার প্রাপ্তিতে অসমর্থ জনগোষ্ঠীকে আইনগত সহায়তা প্রদানকল্পে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ২০০০ সালে "আইনগত সহায়তা প্রদান আইন" প্রণয়ন করে।

এ আইনের আওতার সরকার "জাতীয় আইনগত সহায়তা প্রদান সংস্থা" প্রতিষ্ঠা করে এবং দরিদ্র, অসহায় মানুষের আইনের আশ্রয় ও বিচার প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে এ সংস্থার অধীনে প্রত্যেক জেলার জজকোর্ট প্রাঙ্গনে জেলা লিগ্যাল এইড অফিস স্থাপন করেছে। জেলা লিগ্যাল এইড অফিসে সরকার সহকারী জজ/ সিনিয়র সহকারী জজ পদমর্যাদার একজন বিচারককে "লিগ্যাল এইড অফিসার" হিসেবে পদায়ন করেছে। দেশের সর্বোচ্চ আদালতে সরকারি আইনি সেবা নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে স্থাপন করা হয়েছে সুপ্রীম কোর্ট লিগ্যাল এইড অফিস।

এছাড়া উপজেলা পর্যায়ে উপজেলা লিগ্যাল এইড কমিটি এবং ইউনিয়ন পর্যায়ে ইউনিয়ন লিগ্যাল এইড কমিটি গঠন করা হয়েছে। চৌকি আদালতে ও শ্রম আদালতে গঠিত হয়েছে বিশেষ কমিটি। সরকার আইনগত সহায়তা প্রদান সংস্থা'র তত্ত্বাবধানে এসব কমিটি ও লিগ্যাল এইড অফিসের মাধ্যমে আর্থিকভাবে অসচ্ছল, সহায়-সম্বলহীন এবং নানাবিধ আর্থ-সামাজিক কারণে বিচার পেতে অসমর্থ বিচারপ্রার্থী ও শ্রমজীবি জনগণকে সরকারি খরচে আইনগত সহায়তা প্রদান করছে।

১ . সংস্থার রুপকল্প, অভিলক্ষ্য, কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ এবং প্রধান কার্যাবলী

১.১ রুপকল্প (**Vision**)

সবার জন্য সমান বিচার প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করে সুবিচার প্রাপ্তির পথ সুগম করা।

১.২ অভিলক্ষ্য (**Mission**)

আইনগত সহায়তা প্রদান আইন অনুসারে গরিব জনগণকে উচ্চ মানসম্পন্ন আইনগত সহায়তা প্রদান করা।

১.৩ কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহঃ

ক. বিচার প্রাপ্তিতে অভিগম্যতা;
খ. উচ্চ মানসম্পন্ন আইনগত সহায়তা নিশ্চিতকরণ।

১.৪ কার্যাবলী (**Function**)

ক. আর্থিকভাবে অসচ্ছল,সহায়-সম্বলহীন এবং নানাবিধ আর্থ-সামাজিক কারণে বিচার প্রাপ্তিতে অসমর্থ বিচারপ্রার্থীগণের আইনগত সহায়তা পাওয়ার যোগ্যতা নিরুপণ ও উহা প্রদান সম্পর্কিত বিষয়ে নীতিমালা প্রণয়ন করা;

খ. আইনগত সহায়তা প্রদান কর্মসূচীর বিস্তার, মানোন্নয়ন ও বিকাশে বিভিন্ন প্রকল্প গ্রহণ করা;

গ. আইনগত সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে শিক্ষা ও গবেষণামূলক কার্যক্রম গ্রহণ ও পরিচালনা করা;

ঘ. আইনগত সহায়তা সম্পর্কে জনগণকে সচেতন করার লক্ষ্যে রেডিও, টেলিভিশন, সংবাদপত্র ও অন্যান্য মিডিয়ার মাধ্যমে ব্যাপক প্রচার করা;

ঙ. জেলা কমিটি বা বিশেষ কমিটি কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত আবেদন বা দরখাস্ত বিবেচনা করা;

চ. সুপ্রীম কোর্ট কমিটি,জেলা কমিটি এবং বিশেষ কমিটির কার্যাবলী তদারকি ও নিয়ন্ত্রণ এবং উহাদের কার্যাবলী সরেজমিনে পরিদর্শন করা;

ছ. আইনগত শিক্ষা বিস্তারের পদক্ষেপ গ্রহণ করা;

জ. আইনগত তথ্য সহজলভ্য করা;

ঞ. ন্যায় বিচারে সহজ অভিগম্যতা নিশ্চিত করা,

ট. উপরিউক্ত দায়িত্ব ও কর্তব্যসমূহ সম্পাদনের জন্য প্রয়োজনীয় যে কোন কাজ করা।

২ . গরীব ও অসহায় ব্যক্তিদের আইনগত সহায়তা প্রদান

আর্থিকভাবে অসচ্ছল, সহায়-সম্বলহীন এবং নানাবিধ আর্থ-সামাজিক কারণে বিচার প্রাপ্তিতে অসমর্থ বিচারপ্রার্থী জনগণকে আই্নগত সহায়তা প্রদানের উদ্দেশ্যে জাতীয় আইনগত সহায়তা প্রদান সংস্থা ৬৪ টি লিগ্যাল এইড অফিস, সুপ্রীম কোর্ট লিগ্যাল এইড অফিস, ০২ টি শ্রমিক আইনগত সহায়তা সেল এবং জাতীয় হেল্পলাইন কলসেন্টারের মাধ্যমে সারাদেশে আইনী সেবা প্রদান করছে। ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরে সর্বমোট ৯২,৫৮৫ জন সুবিধাভোগী জাতীয় আইনগত সহায়তা প্রদান সংস্থা’র মাধ্যমে সরকারি আইনগত সহায়তা সেবা গ্রহণ করেছে। বিগত চারটি অর্থ বছরের তথ্য পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, বছর বছর সুবিধাভোগীর সংখ্যা ক্রমাগত হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে :

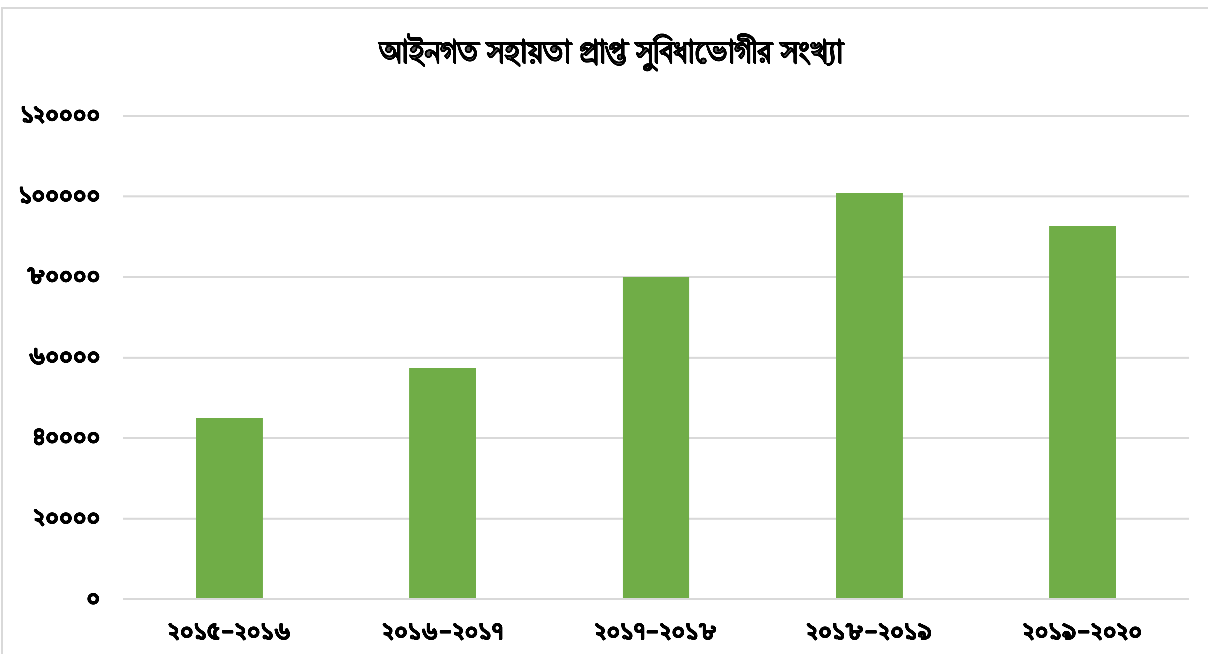

২. আইনী পরামর্শ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার অসহায়, দরিদ্র, নির্যাতিত সকল শ্রেণীর মানুষের বিচার প্রবেশ অধিকারকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব আরোপ করে সর্বোত্তম সহজ পন্থায় আইনি সেবা প্রাপ্তি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে “সরকারি আইনি সেবার মানোন্নয়নে সহায়তা প্রদান” প্রকল্পের আওতায় সরকারী অর্থায়নে ২০১৫-২০১৬ অর্থবছরে সংস্থার কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে সরকারি আইনি সহায়তায় জাতীয় হেল্পলাইন ১৬৪৩০

কলসেন্টার স্থাপন করে। ২৮ এপ্রিল, ২০১৬ খ্রিঃ জাতীয় আইনগত সহায়তা দিবসে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা "সরকারি আইনি সহায়তায় জাতীয় হেল্পলাইন -১৬৪৩০"এর শুভ উদ্বোধন করেন। উদ্বোধনের পর থেকেই উক্ত টোল ফ্রী ১৬৪৩০ হেল্পলাইন নম্বরে সারা দেশ হতে অগণিত অসহায় ও সাধারণ মানুষ আইনি পরামর্শ ও তথ্যের জন্য ফোন কল করে যাচ্ছে। এ কলসেন্টার হতে বর্তমানে ২৪ (চব্বিশ) ঘন্টা আইনগত পরামর্শ, তথ্যসেবা ও লিগ্যাল কাউন্সিলিং সেবাসমূহ দেয়া হচ্ছে যা অসহায় মানুষের আইনি অধিকার সুরক্ষায় কার্যকর অবদান রাখছে। ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরে এ কলসেন্টার থেকে ২৪২৭১ জন ব্যক্তি আইনগত পরামর্শ ও তথ্য সেবা প্রদান করা হয়েছে।

২০১৯-২০ অর্থ বছর	জাতীয় হেল্পলাইন কলসেন্টার থেকে আইনী পরামর্শ গ্রহণকারীর পরিসংখ্যান				
	নারী	পুরুষ	শিশু	তৃতীয় লিঙ্গ	মোট
	৬৫৫৫	১৭৩৩০	৩৮২	৪	**২৪২৭১**

সরকারি আইনগত সহায়তায় জাতীয় হেল্পলাইন কলসেন্টার

১৬৪৩০

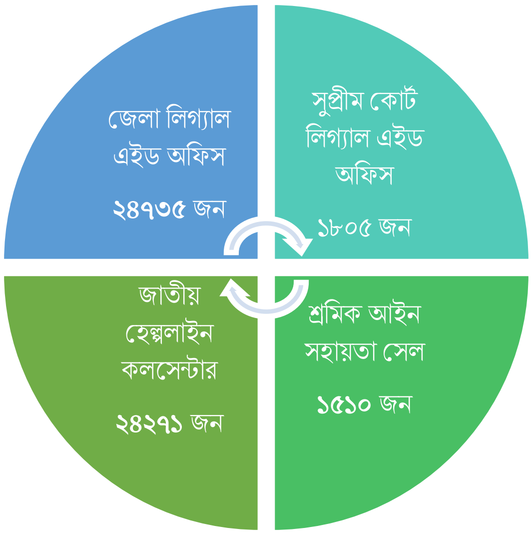

শুধু কলসেন্টার নয়, জেলা লিগ্যাল এইড অফিস, সুপ্রীম কোর্ট লিগ্যাল এইড অফিস এবং শ্রমিক আইন সহায়তা সেল কার্যালয়সমূহ থেকেও আইনী পরামর্শ প্রদান করা হয়। আইনগত সহায়তা প্রদান নীতিমালা ২০১৪ অনুসারে সরকারি আইনগত সহায়তা কার্যক্রমের আওতায় যেকোন ব্যক্তি আইনী পরামর্শ সেবা গ্রহণ করতে পারে। ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরে সর্বমোট ৫২,৩২৩ জন ব্যক্তি আইনী পরামর্শ সেবা গ্রহণ করেছে।

৪. বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি পদ্ধতি (এডিআর)

বিকল্প পদ্ধতিতে বিরোধ নিষ্পত্তি সারা বিশ্বে দিন দিন জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। শান্তিপূর্ণ উপায়ে বিরোধীয় পক্ষগণের সম্মতিতে একটি সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ায় বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি। বাংলাদেশে সু-দীর্ঘকাল যাবৎ মিমাংসা মধ্যস্থতা কার্যক্রম পরিচালনার জন্য আদালত ব্যতীত আইনসম্মত অন্য কোন প্রতিষ্ঠানের অস্তিত্ব দৃশ্যমান ছিল না। আইন ও বিচার বিভাগের অধীনে জাতীয় আইনগত সহায়তা প্রদান সংস্থা'র জেলা লিগ্যাল এইড অফিস প্রথম আইন স্বীকৃত প্রতিষ্ঠান যা মিমাংসা বা মধ্যস্থাতার মাধ্যমে পক্ষগণের মধ্যকার বিরোধ নিষ্পত্তি করতে আইনগতভাবে ক্ষমতাপ্রাপ্ত। এই উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী ২০১৩ সালে আইনগত সহায়তা প্রদান আইন, ২০০০ এর সংশোধনী বিল জাতীয় সংসদে উত্থাপন করেন এবং সর্বসম্মতিক্রমে সংসদে পাশ হওয়ার মাধ্যমে ২০১৩ সালের ৬২ নং আইন বলে ২১ (ক) ধারা এ আইনে অন্তর্ভূক্ত করা হয়। এর পরবর্তীতে আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আইন ও বিচার বিভাগ ৯ই ফেব্রুয়ারী, ২০১৫ খ্রি: তারিখে "আইনগত সহায়তা প্রদান (আইনি পরামর্শ ও বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি) বিধিমালা, ২০১৫" প্রজ্ঞাপন জারী করে। এ আইন ও বিধিমালার আওতায় জেলা লিগ্যাল এইড অফিসার মামলা

দায়ের করার পূর্বে এবং চলমান মামলায় উভয় ক্ষেত্রেই আপোষ মিমাংসা মাধ্যমে বিকল্প পদ্ধতিতে মধ্যস্থততার মাধ্যমে নিষ্পত্তির ক্ষমতাপ্রাপ্ত হন।

২০১৯-২০২০ অর্থ বছরে জেলা লিগ্যালে এইড অফিসসমূহ বিকল্প পদ্ধতিতে মধ্যস্থততার মাধ্যমে ২৪০৬৪ জন সুবিধাভোগীকে এডিআর এর সুফল প্রদানের মাধ্যমে ১৬,৯১,৭৫,৫১১ (ষোল কোটি একানব্বই লক্ষ পঁচাত্তর হাজার পাঁচশত এগারো) টাকা ক্ষতিগ্রস্থ পক্ষে আদায় করতে সক্ষম হন। এ বছর লিগ্যাল এইড অফিসারের মধ্যস্থায় সফল বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি হওয়ার পরবর্তীতে এডিআর উপকারভোগী পক্ষগণ আদালত থেকে ২৪৩ টি চলমান মামলা উত্তোলন করে।

শেরপুর জেলা লিগ্যাল এইড অফিসে লিগ্যাল এইড অফিসারের মধ্যস্থতা ১টি সফল আপোষ মিমাংসার (এডিআর) চিত্র;

৫. উচ্চ আদালতে আইনগত সহায়তা

২০১৫ সালে আনুষ্ঠানিকভাবে "সুপ্রীম কোর্ট লিগ্যালে এইড অফিস" বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট প্রাঙ্গনে বার কাউন্সিলের সন্নিকটে স্থাপন করা হয়। ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরে সুপ্রীম কোর্ট লিগ্যাল এইড অফিস ১৮০৫ জন ব্যক্তিকে আইনগত পরামর্শ প্রদান করে, উচ্চ আদালতের ১৩৩ টি মামলায় আইনগত সহায়তা প্রদান করে।

৬. শ্রমিক আইন সহায়তা সেল

অসহায় শ্রমিকদের আইনগত সহায়তা নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে ২০১৩ সাল থেকে ঢাকায় শ্রম আদালত ভবনে স্থাপন করা হয় শ্রমিক আইনগত সহায়তা সেল এবং পরবর্তীতে ২০১৬ সালে চট্টগ্রামে স্থাপন করা হয় আরেকটি শ্রমিক আইনগত সহায়তা সেল। ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরে ঢাকা ও চট্টগ্রাম শ্রমিক আইনগত সহায়তা সেল ১৫১০ জন অসহায় শ্রমিককে আইনগত পরামর্শ প্রদান করে, ৩১৬ টি শ্রম মামলায় আইনগত সহায়তা প্রদান করে এবং শ্রমিক ও মালিকপক্ষের মধ্যে ৩৩৯ টি মধ্যস্থতার উদ্যোগ গ্রহণ করে অসহায় শ্রমিকদের পক্ষে ৫৮,৪৭,১৯৯/- (আটান্ন লক্ষ সাতচল্লিশ হাজার একশত নিরানব্বই) টাকা ক্ষতিপূরণ আদায় করা হয়েছে।

শ্রমিক আইন সহায়তা সেল, ঢাকা কার্যালয়ে চলমান বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি কার্যক্রমের একটি চিত্র।

৭. সরকারি আইনগত সহায়তা কার্যক্রমের সাথে সম্পৃক্ত কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি এবং শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা ২০১৯-২০ এর অংশ হিসেবে গুণগত মানসম্পন্ন আইনগত সহায়তা সেবা নিশ্চিত করার লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে জাতীয় আইনগত সহায়তা প্রদান সংস্থা নিজস্ব এবং বিভিন্ন উন্নয়ন সহযোগী ও বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থার সহযোগিতায় লিগ্যাল এইড অফিসার, সংস্থার কর্মকর্তাগণকে দক্ষতাবৃদ্ধি/ নৈতিকতা ও সুশাসন, লিগ্যাল এইড অফিস ম্যানেজমেন্ট, আইসিটি, অর্থ ব্যবস্থাপনা, মেডিয়েশন ইত্যাদি বিবিধ বিষয়ে

ধারাবাহিকভাবে নিয়মিত প্রশিক্ষণের আয়োজন করেন। ২০১৯-২০ অর্থবছরে ১৯২ জন কর্মকর্তাকে

প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

৮. লিগ্যাল এইড অফিস স্টাফদের প্রশিক্ষণ প্রদান

জাতীয় আইনগত সহায়তা প্রদান সংস্থা শুধুমাত্র কর্মকর্তাদের নয়, পাশাপাশি দক্ষ কর্মচারী গড়ে তোলার লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি এবং শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা ২০১৯-২০ এর অংশ হিসেবে জাতীয় আইনগত সহায়তা প্রদান সংস্থার আওতাধীন সমগ্র দেশের ১৩৬ জন কর্মচারী-কে সংস্থা নিজস্ব এবং বিভিন্ন উন্নয়ন সহযোগী ও বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থার সহযোগিতায় ভার্চুয়াল পদ্ধতিতে ও ঢাকায় কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে চাকুরী ও সুশাসন সংক্রান্ত বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করে।

৯. আইনগত সহায়তা বিষয়ে প্যানেল আইনজীবী উদ্বুদ্ধকরণ কার্যক্রম

সরকারি আইনগত সহায়তা কার্যক্রম বাস্তবায়নে প্যানেল আইনজীবী'র ভূমিকা অতন্ত্য গুরুত্বপূর্ণ। প্যানেল আইনজীবী যদি যথাযথ দায়িত্বের সাথে অসহায় বিচারপ্রার্থীর মামলা আদালতে উপস্থাপন করেন তাহলে গুণগত মানসম্পন্ন আইনি সেবা নিশ্চিত করা সম্ভব। এ উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে প্যানেল আইনজীবীদের দক্ষতাবৃদ্ধি/ নৈতিকতা ও সুশাসন সংক্রান্ত বিষয়ে জেলা পর্যায়ে বিভিন্ন সভা/ কর্মশালা/প্রশিক্ষণ আয়োজন করা হয়ে থাকে। ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরে সারাদেশে ২৩৬ জন প্যানেল আইনজীবী এ উদ্বুদ্ধকরণ কর্মসূচীতে অংশগ্রহণ করেছে।

১০. জেলা লিগ্যাল এইড অফিস পরিদর্শন

২০১৯-২০ অর্থ বছরে জেলা লিগ্যাল এইড অফিসের মাধ্যমে জেলা পর্যায়ে পরিচালিত কার্যক্রম গতিশীল করতে এবং তৃণমূল পর্যায়ে সরকারি আইন সহায়তা আরো কার্যকরভাবে গণমুখী করার লক্ষ্যে সংস্থা কর্তৃক প্রায় ১৫ টি জেলার জেলা লিগ্যাল এইড অফিস সরেজমিনে পরিদর্শন করা হয়। এতে করে সারাদেশে লিগ্যাল এইড অফিস কার্যক্রম আরো গতিশীল ও কার্যকর হয় যা উক্ত অফিসকে অধিকতর জনবান্ধব প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরিত করে।

১১. লিগ্যাল এইড কমিটির অনুকূলে অর্থ বরাদ্দ

২০১৯-২০২০ অর্থ বছরে ৬৪ টি জেলা লিগ্যাল এইড কমিটি এবং সুপ্রীম কোর্ট লিগ্যাল এইড কমিটির অনুকূলে ৫,০৮,৮১,৭৯৮/- (পাচঁ কোটি আট লক্ষ একাশি হাজার সাতশত আটানব্বই) টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে।

১২. প্রকাশনা

সরকারি আইনগত সহায়তা কার্যক্রম সম্পর্কে জনসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সংস্থা প্রতিবছর নিজস্ব ও বিভিন্ন দাতা সংস্থার সহযোগিতায় প্রচারণা সহায়ক প্রকাশনা করে থাকে। প্রকাশনা সামগ্রীর অন্যতম ক্যালেন্ডার, ডায়েরী, লিফলেট, পোস্টার, ভিডিও তথ্যচিত্র ইত্যাদি।

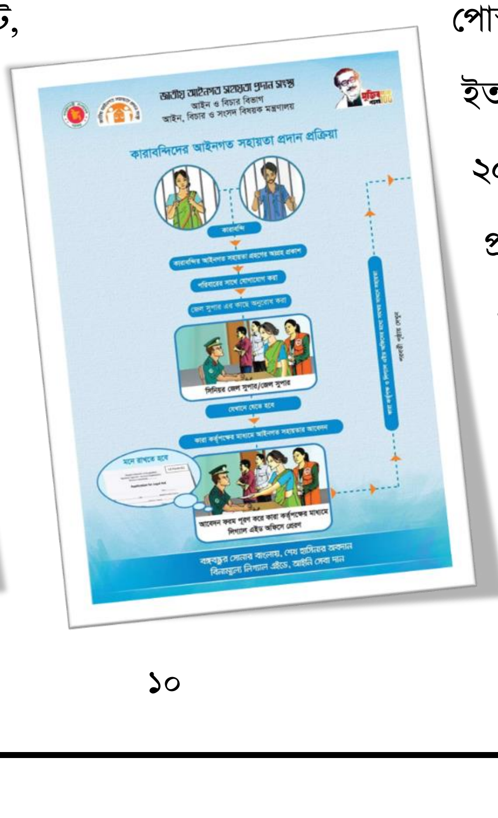

২০১৯-২০২০ অর্থ বছরে প্রায় ৭৭,০০০ হাজার প্রচারণা সামগ্রী প্রকাশনাক্রমে সারাদেশে বিতরণ করা হয় ।

বিভিন্ন প্রকাশনা চিত্র

১৩. ই-রেসপন্স সিস্টেম

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের রূপকল্প - ২০২১ "ডিজিটাল বাংলাদেশ" গড়ার লক্ষ্যে আইন ও বিচার বিভাগের অধীনে জাতীয় আইনগত সহায়তা প্রদান সংস্থা সরকারি আইনি সেবা সহজিকরণের উদ্দেশ্যে কতিপয় পদক্ষেপ নিয়েছে।

এরই ধারাবাহিকতায় ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে সংস্থা সম্পূর্ণ সরকারি অর্থায়নে সরকারি আইনি সেবার যাবতীয় তথ্য ও কার্যক্রম ডিজিটাল মাধ্যমে সম্পন্ন করার উদ্দেশ্যে 'লিগ্যাল এইড অফিস ম্যানেজমেন্ট সফটওয়্যার' নির্মান করেছে।

এ সফটওয়্যার মাধ্যমে সংস্থার অধীনস্থ সকল লিগ্যাল এইড অফিসে সরকারি আইনি সেবা সংক্রান্ত যেসকল কাযর্ক্রমসমূহ বাস্তবায়িত হচ্ছে, সে সকল কার্যক্রমের যাবতীয় তথ্য, উপাত্ত, পরিসংখ্যান ও বিবরণ অনলাইন সিস্টেমে সংরক্ষিত হচ্ছে এবং সংস্থার কেন্দ্রীয় কার্যালয় অনলাইন সিস্টেমের মাধ্যমে সকল লিগ্যাল এইড অফিসের কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ করা যাচ্ছে, যা গুণগত মানসম্পন্ন লিগ্যাল এইড ব্যবস্থাপনা মনিটরিং বা তদারক করতে গুরুত্বপূর্ণ সহায়ক হিসেবে ভূমিকা রাখছে । এই সফটওয়্যারের অন্যতম একটি ফিচার হচ্ছে অটোমেটিক এসএমএস প্রেরণ, যা ই-রেসপন্স সিস্টেমের অন্যতম উদাহরণ।

ই-রেসপন্স (এসএমএস) সিস্টেম প্রয়োগের ক্ষেত্রসমূহঃ

(ক) আবেদন প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রেঃ

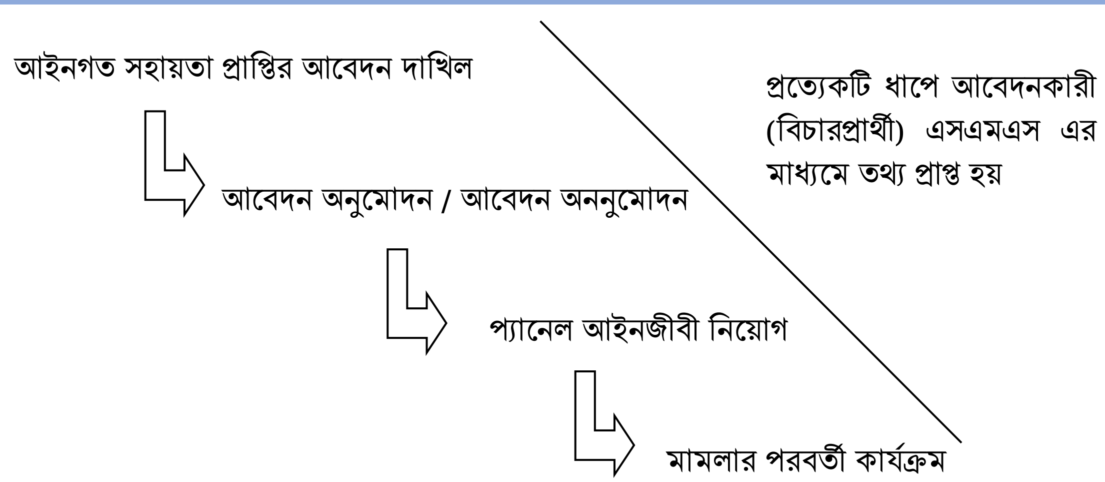

(খ) বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি বা এডিআর প্রয়োগের ক্ষেত্রেঃ

বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তির উদ্দেশ্যে নোটিশ প্রেরণ

মিমাংসা সভার ধার্য্য তারিখ নির্ধারণ

মিমাংসা সভার সিদ্ধান্ত

প্রত্যেকটি ধাপে আবেদনকারী (বিচারপ্রার্থী) ও অপরপক্ষ উভয়ই এসএমএস এর মাধ্যমে তথ্য প্রাপ্ত হয়

(গ) কলসেন্টারের মাধ্যমে আইনি পরামর্শ ক্ষেত্রেঃ

১৬৪৩০ নম্বরে আইনগত সমস্যা এসএমএস এর মাধ্যমে প্রেরণ

১৬৪৩০ নম্বর থেকে এসএমএস এর মাধ্যমে আইনগত সমস্যার উত্তর প্রদান

কলসেন্টারে সেবা গ্রহীতা কোন অফিসের মোবাইল নম্বর বা লোকেশন জানতে চাইলে এসএমএস এর মাধ্যমে তথ্য প্রদান

লিগ্যাল এইড অফিস ম্যানেজমেন্ট সফটওয়্যারের বৈশিষ্ট

ই-সেবার অংশ হিসেবে এ সফটওয়্যারের মাধ্যমেঃ

- যেকোন ব্যক্তি (প্রয়োজনে বা সরকারের ডিজিটাল তথ্য কেন্দ্রের সহায়তায়) নির্ধারিত এ্যাপস বা ওয়েবসাইটের মাধ্যমে অনলাইনে আইনগত সহায়তার জন্য আবেদন করতে পারবে
- অনলাইনে আইনি পরামর্শ চাইতে পারবে
- লিগ্যাল এইড অফিসে আবেদন অনুমোদনের সাথে সাথে সংশ্লিষ্ট আবেদনকারীর মোবাইলে ম্যাসেজ চলে যাবে
- ক্লাইন্ট তার মামলা সংক্রান্ত তথ্য মোবাইল এ্যাপস ও ওয়েবসাইটের মাধ্যমে জানতে পারবে
- মামলার তারিখ বা মিমাংসা সভার তারিখ নির্ধারণের সাথে সাথে সংশ্লিষ্ট ক্লাইন্ট ও প্যানেল আইনজীবীর মোবাইলে ম্যাসেজ চলে যাবে
- এ সফটওয়্যার মাধ্যমে সংস্থার অধীনস্থ সকল লিগ্যাল এইড অফিসে সরকারি আইনি সেবা সংক্রান্ত যা যা কার্যক্রম বাস্তবায়িত হবে, সে সকল কার্যক্রমের যাবতীয় তথ্য, উপাত্ত, পরিসংখ্যান ও বিবরণ অনলাইন সিস্টেমে সংরক্ষিত হচ্ছে এবং সংস্থার কেন্দ্রীয় কার্যালয় অনলাইন সিস্টেমের মাধ্যমে সকল লিগ্যাল এইড অফিসের কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ করা যাচ্ছে।

১৪. বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি এবং জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়ন (২০১৯-২০২০)

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার প্রত্যেক মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহ এবং আওতাধীন দপ্তর/সংস্থাসমূহের প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা বৃদ্ধি, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা জোরদার করা, সুশাসন সংহতকরণ এবং সম্পদের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে রূপকল্প ২০৪১ এর যথাযথ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি ও জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের উপর সর্বোচ্চ গুরুত্ব আরোপ করেছেন। এরই ধারাবাহিকতায় আইন ও বিচার বিভাগের তত্ত্বাবধানে জাতীয় আইনগত সহায়তা প্রদান সংস্থা বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি এবং জাতীয় শুদ্ধাচার কর্ম-কৌশল পরিকল্পনা সফলভাবে বাস্তবায়ন করেছে।

জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনা ২০১৯-২০২০ বাস্তবায়নে আইন ও বিচার বিভাগের অধীনস্থ দপ্তর/সংস্থা হিসেবে জাতীয় আইনগত সহায়তা প্রদান সংস্থা সবোর্চ্চ নম্বর ৯৮.৪৫ প্রাপ্ত হয়েছে।

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে আইন ও বিচার বিভাগের অধীনস্থ দপ্তর/সংস্থা হিসেবে জাতীয় আইনগত সহায়তা প্রদান সংস্থা সবোর্চ্চ নম্বর ৯৩ প্রাপ্ত হয়েছে।

সুশাসন প্রতিষ্ঠায় অংশীজনদের অংশগ্রহণে অনুষ্ঠিত কর্মশালা : ২৪ ডিসেম্বর ২০১৯

১৫. সফলতার গল্প

কেস স্টাডি #১

ঘটনার ক্ষেত্র : করোনাভাইরাস পরিস্থিতিকালীন সময়ে সরকারি আইনগত সহায়তায় জাতীয় হেল্পলাইন ১৬৪৩০ মাধ্যমে আইনগত সহায়তা প্রদান

ঘটনার তারিখ : ১৯ শে এপ্রিল ২০২০

সরকারি আইনগত সহায়তায় জাতীয় হেল্পলাইন ১৬৪৩০ নম্বরে ফোন করে জাতীয় আইনগত সহায়তা প্রদান সংস্থার সহায়তায় জামিন প্রাপ্তির একমাস পর গাজীপুর কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্র থেকে মুক্তি পেল ১৪ বছরের কিশোর !!!

বিশ্বব্যাপী মহামারী আকার ধারণ করেছে করোনাভাইরাস। এর ভয়াবহ কবলে এখন বাংলাদেশও। তাই এ রোগ সংক্রমণ রোধে সরকার দেশের সকল অফিস-আদালত সাধারণ ছুটি ঘোষণা করেছেন। এই ক্রান্তিকালীন সময়ে ডিজিটাল পদ্ধতিতে সাধারণ মানুষের সেবা প্রদানে সরকারের রয়েছে নানামুখী উদ্যোগ। ক্রান্তিকালীন কোভিড-১৯ এর বর্তমান পরিস্থিতিতে, প্রত্যেক নাগরিক যেন ঘরে বসে যেকোন আইনগত প্রয়োজনে আইনগত পরামর্শ বা তথ্য প্রাপ্তির উদ্দেশ্যে সরকারি আইনগত সহায়তায় জাতীয় হেল্পলাইন কলসেন্টার এর টোল ফ্রি ১৬৪৩০ নম্বরটিতে জরুরী প্রয়োজনে সেবা গ্রহণ করতে পারে তাই বিগত ১২ই এপ্রিল ২০২০ তারিখ থেকে ৮ ঘন্টার পরিবর্তে ২৪ ঘন্টা চালু রাখা হচ্ছে আইন ও বিচার বিভাগের অধীনস্থ জাতীয় আইনগত সহায়তা প্রদান সংস্থার ১৬৪৩০ আইনগত সহায়তায় জাতীয় হেল্পলাইন টোল ফ্রি নম্বরটি। যেকোন নাগরিক তার আইনগত বিষয়ে সহায়তার জন্য ১৬৪৩০ নম্বরে ফোন করে অথবা এই পেইজটিতে ইনবক্স এর মাধ্যমে আইনগত সমস্যার পরামর্শ চাইতে পারে। ১২ ই এপ্রিল থেকে ১৮ ই এপ্রিল পর্যন্ত প্রায় ১২০০ জনকে আইনগত পরামর্শ সেবা প্রদান করা হয়েছে । অসহায় শ্রমিক, ভাড়াটিয়া, কারাবন্দী, পারিবারিক সহিংতার শিকার অসহায় নারী, অসহায় দুঃস্থ ব্যক্তি – প্রত্যেকের আস্থার জায়গা সরকারের এই জাতীয় হেল্পলাইন ১৬৪৩০।

বিগত ১৪ ই এপ্রিল ২০২০ খ্রিস্টাব্দ তারিখে হবিগঞ্জ জেলার বাহুবল উপজেলা থেকে দিলারা খাতুন ১৬৪৩০ নম্বরে ফোন দিয়ে কান্না বিজড়িত কণ্ঠে জানান যে, তার ১৪ বছর বয়সী সন্তান জীবন মিয়া গাজীপুর জেলে (গাজীপুর কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্র) আটক আছে। তিনি আরও বলেন যে, দুই মাস আগে জামিন পাওয়া সত্ত্বেও তার ছেলে এখনও কারাগার থেকে বের হতে পারছে না; তার ছেলেটি অসুস্থ, ছেলের চিন্তায় সে দিশেহারা। দুইমাস আগে জামিন পেয়েছে অথচ এখনও কিশোরটি আটক, বিষয়টি অস্বাভাবিক এবং আইন বহির্ভূত বিবেচনায় প্রকৃত ঘটনা জানার জন্য তাৎক্ষণিকভাবে কলসেন্টার কার্যক্রম মনিটরিং এর দায়িত্বপ্রাপ্ত সহকারী পরিচালক (সিনিয়র সহকারী জজ) মাসুদা ইয়াসমিন হবিগঞ্জ জেলার লিগ্যাল এইড অফিসার এর সাথে যোগাযোগ করেন এবং তিনি দায়িত্বপ্রাপ্ত ম্যাজিস্ট্রেটের সাথেও এ বিষয়ে যোগাযোগ করেন। পরবর্তীতে জানা যায় যে, কিশোর ছেলেটির কাস্টডি ওয়ারেন্টে করণিক ভুলবশত মামলার নম্বর ভুল হয়েছিলো, এবং বিগত ১১/০৩/২০২০ খ্রিস্টাব্দ তারিখে জীবন মিয়া শিশু আদালত থেকে জামিনে মুক্তি আদেশ পায় এবং সংশ্লিষ্ট জিআরও কাস্টডি ওয়ারেন্টে ভুলের বিষয়টি দেখে সংশোধন করে দেন। সংশোধিত কাগজাদী পাঠানো হলেও করোনা পরিস্থিতিতে গাজীপুর কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্র জামিন সংক্রান্ত কাগজাদী পায়নি। কিশোরটি জামিন প্রাপ্তির এক মাস পরেও জামিনে মুক্তি পায়নি বিষয়টি সংস্থা থেকে জেনে হবিগঞ্জ চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত এর জিআরও শাখা থেকে গাজীপুরের কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্রে যোগাযোগ করা হয়

এবং তারা পুনরায় একটি হার্ডকপি জীবন মিয়ার আইনজীবীর কাছে প্রদান করে। ১৯ শে এপ্রিল ২০২০ খ্রিস্টাব্দ তারিখে কিশোর জীবন মিয়ার পিতা এবং আইনজীবী সমস্ত কাগজপত্র নিয়ে গাজীপুর উন্নয়ন কেন্দ্রে যাবার পর পুনরায় বাধাগ্রস্থ হলে তারা কলসেন্টারে ফোন করে এবং কলসেন্টার থেকে এ বিষয়ে গাজীপুর কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্রের তত্বাবধায়ক এর সাথে যোগাযোগ করা হলে তারা কাগজপত্র বুঝে নেয়। অবশেষে জামিন প্রাপ্তির প্রায় একমাস পর মুক্তি মিলে কিশোর জীবন মিয়ার।

কেস স্টাডি # ২

ঘটনার ক্ষেত্র : দেওয়ানী বিরোধ নিষ্পত্তি, জেলা লিগ্যাল এইড অফিস, কুমিল্লা

১০ বছরের জমি জমা সংক্রান্ত বিরোধের নিষ্পত্তি -

আজিজ মিয়া (ছদ্মনাম) ২০১০ সালে তার মালিকানার অতিরিক্ত ও স্ত্রীর মালিকানাধীন ভুমি হাবিবুর রহমানের কাছে সাফ কবলামূলে বিক্রি করেন। হাবিব টাকা দিয়েও জায়গা দখল করতে পারছিলেন না। আজিজের কাছে দেয়ার মত জমি ছিলো না। স্ত্রীর মৃত্যুতে এখন জমির মালিক তার ছেলে মেয়েরাও। বহু দফায় স্থানীয়ভাবে, থানায়, পুলিশ সুপার কার্যালয়ে আপোসের চেষ্টা হয়। সবশেষে আজিজ এর ছেলে মাসুম লিগ্যাল এইড অফিসে আপোসের দরখাস্ত করেন। হাবিব বিদেশে থাকায় পূর্বের দুই বৈঠকে সম্পূর্ণ টাকা ফেরত বা আজিজ ও তার বড় ছেলে তাদের অংশের ১২ শতক জায়গা কবলা করে দেয়া ইত্যাদি প্রস্তাব আসলেও হাবিবের ভাই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতে পারছিলেন না। সর্বশেষ ধার্য্যতারিখে ৫/১//২০২০ইং তারিখ হাবিবের উপস্থিতিতে প্রায় ৫ ঘন্টা বিভিন্ন দফায় বসার পর ১৬ শতক ভুমি রেজিস্ট্রি করে দেয়া, পূর্বের দলিল বাতিল করা, উন্নয়ন খরচ ও রেজিস্ট্রি খরচের মধ্যে স্বমন্বয় করা ইত্যাদি শর্তে আপোস হয় সন্ধ্যা ৬.৩০টায়। চুক্তি লিখতে লিখতে আজিজ কোন অংশে হাবিবকে দখল দেবে তা নিয়ে বাগড়া বেঁধে যায়। অতঃপর আবার কাউন্সিলিং করে অনেক আঁকাআঁকি শেষে কে কোন অংশে দখল নেবে ও কে কতটুকু রাস্তা ছাড়বে তার যখন সমাধান হয় তখন রাত ৭.২০। তারপরও আপোষ সফল হওয়ায় সবার মুখে বিজয়ের হাসি ছিলো।

এক নজরে

জাতীয় আইনগত সহায়তা প্রদান সংস্থার ২০১৯-২০ অর্থ বছরে

সরকারি আইনি সহায়তা কার্যক্রমের তথ্য পরিসংখ্যান

সময়ঃ (২০১৯-২০ অর্থ বছর)

সেবা প্রদানকারী অফিসের নাম	আইনি পরামর্শ সেবা	মামলায় সহায়তা	বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি সেবা	হট লাইনের মাধ্যমে তথ্য সেবা প্রদান	মোট (জন)	ক্ষতিপূরণ আদায় (টাকা)
৬৪ টি জেলা লিগ্যাল এইড অফিস	২৪৭৩৫	২৫৫১৩	১৩৯৬৩		৬৪২১১	১৬,৯১,৭৫,৫১১/-
সুপ্রীম কোর্ট লিগ্যাল এইড অফিস	১৮০৫	১৩৩			১৯৩৮	
সরকারি আইনি সহায়তায় জাতীয় হেল্পলাইন কলসেন্টার (টোলফ্রি-"১৬৪৩০"	২৪২৭১				২৪২৭১	
ঢাকা ও চট্টগ্রাম শ্রমিক আইনগত সহায়তা সেল	১৫১০	৩১৬	৩৩৯		২১৬৫	৫৮,৪৭,১৯৯/-
লিগ্যাল এইড প্রাপকের সর্বমোট সংখ্যা					**৯২,৫৮৫ (বিরানব্বই হাজার পাঁচশত পঁচাশি)**	**১৭,৫০,২২,৭১০/-** (সতেরো কোটি পঞ্চাশ লক্ষ বাইশ হাজার সাতশত দশ) টাকা

সার্বিক চিত্র

সরকারি আইনি সহায়তা কার্যক্রমের তথ্য পরিসংখ্যান

সময়ঃ ২০০৯ খ্রিস্টাব্দ হতে জুন, ২০২০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত

সেবা প্রদানকারী অফিসের নাম	আইনি পরামর্শসেবা	মামলায় সহায়তা	বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তিসেবা	হটলাইনের মাধ্যমে তথ্যসেবাপ্রদান	মোট (জন)	ক্ষতিপূরণ আদায় (টাকা)
৬৪ টি জেলা লিগ্যাল এইড অফিস	৭৭৯৫৪	২৭০৮৫৪	৩৪৩৭৩	১৭৩২৮	৪০০৫০৯	৩৬২৫৩৫৭৯৫
সুপ্রীম কোর্ট লিগ্যাল এইড অফিস	১৮১৮৮	২৬০৯			২০৭৯৭	
সরকারি আইনি সহায়তায় জাতীয় হেল্পলাইন কলসেন্টার (টোলফ্রি-“১৬৪৩০”	৯২১৪৩				৯২১৪৩	
ঢাকা ও চট্টগ্রাম শ্রমিক আইনগত সহায়তা সেল	১৩৮৫৪	২৮৫৬	২০৪১		১৮৭৫১	৩৩৬২৯০৭৫
লিগ্যাল এইড প্রাপকের সর্বমোট সংখ্যা					**৫,৩২,২০০** (পাঁচ লক্ষ বত্রিশ হাজার দুইশত) জন	**৩৯,৬১,৬৪,৮৭০/- (**উনত্রিশ কোটি একষট্টি লক্ষ চৌষট্টি হাজার আট শত সত্তর) টাকা

প্রস্তুতকারী :
মাসুদা ইয়াসমিন (সহকারী পরিচালক-মনিটরিং)
মনিটরিং শাখা
জাতীয় আইনগত সহায়তা প্রদান সংস্থা